দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ ॥ তদন্ত কমিটি গঠন

আনোয়ার আলদীন ॥ ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে প্রতি মাসে সরকারী তহবিল হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিয়া নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত এবং ছাত্র-শিক্ষকের অস্তিত্ব না থাকিলেও কাগজে-কলমে অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া সংঘবদ্ধচক্রগুলি অর্থ উত্তোলন ও অন্যান্য সুবিধা লাভ করিতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের নিয়া পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি (২য় পৃঃ দ্রঃ)

ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(প্রথম পৃঃ পর)

গঠন করিয়াছে। কমিটিকে আগামী তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হইয়াছে। অধ্যক্ষ কামরুজ্জামানকে আহবায়ক করিয়া গঠিত এই কমিটির সদস্যরা হইলেন : অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, বাবু রণজিৎ কুমার সাহা, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান ও সেলিম ভুইয়া। কমিটি তাহাদের নিজস্ব স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সারাদেশে এই ধরনের প্রায় অর্ধ শতাধিক ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। ধারণা করা হইতেছে, ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মাদ্রাসার সংখ্যা সর্বাধিক। ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থ আত্মসাৎকারীদের সহিত শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ডিজি অফিস, ব্যানবেজ, জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস, অডিট এন্ড ইন্সপেকশান অধিদপ্তরের একটি চক্রও জড়িত রহিয়াছে। এই চক্রের সহায়তায় কাগজে-কলমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দাঁড় করান হয়। ইহার পর ভুয়া অডিট ও পরিদর্শনের মাধ্যমে 'প্রতিষ্ঠানটি'কে বাস্তবে নিয়া আসা হয়। ইহার পাশাপাশি কাগজে-কলমে অতিরিক্ত সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্র দেখাইয়াও অর্থ আত্মসাৎ করা হইতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গিয়াছে, সন্দেহজনক অনেক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহাতে শিক্ষক সংখ্যা হয়তো ৯ জন কিন্তু টাকা উত্তোলন করা হয় ১৭/১৮ জন শিক্ষক দেখাইয়া। একই সঙ্গে পরীক্ষা এবং ছাত্র রেজিষ্ট্রেশন করার নামেও এই চক্রগুলি নানাভাবে টাকা আত্মসাৎ করিয়া থাকে।

এই ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ডের দুর্নীতির রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সূত্রগুলি জানায়। অর্থের বিনিময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা-বোর্ড হইতে যে কোন 'কর্ম' করান সম্ভব।